নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রিয় নগরবাসী, আমন্ত্রিত সুধীমন্ডলী, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আস্‌সালামু আলাইকুম,

আজ ০১ ডিসেম্বর। আমাদের বিজয়ের মাসের প্রথম দিন। আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান সহ ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সিটি কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নগরীর সর্বস্তরের জনগণের সকল ধরনের সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নারায়ণগঞ্জের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সফরের সময় ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল পৌসভার সমন্বয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে, ৫ মে/২০১১ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৩শে জুন/২০১১ থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১১ সালের ৩০শে অক্টোবর একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১১ আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

আজ আমাদের দায়িত্ব পালনের ১ বৎসর পূর্ণ হল। এ সময়ের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য কাউন্সিলরদের সভাপতি করে ২২টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সকলের মতামত নিয়ে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নগরের সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমাদেরকে নগরবাসীর সেবা করার দায়িত্ব প্রদান করায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে আমাদেরকে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং নারায়ণগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

নগরবাসীর চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে ৮ বৎসর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র হিসেবে আপনাদের মতামত নিয়ে আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করেছি। ২০০৩ সালে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় একটি রাজস্ব শূন্য ভঙ্গুর পৌরসভা পেয়েছিলাম। ৮ বৎসরে আপনাদের সহায়তায় এটিকে একটি সমৃদ্ধ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তুলি। আমি বিশ্বাস করি এই মূল্যায়ন থেকে আপনারা আমাকে সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হিসেবে এবং সকল কাউন্সিলরকে নির্বাচিত করেছেন।

সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভের পর সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা বেড়েছে। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের তুলনায় অনুন্নত সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল এলাকার জনগণের প্রত্যাশা আরো বেশী। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ১ বৎসরের মধ্যে আমি সকল কাউন্সিলর, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতায় ও আপনাদের পরামর্শ নিয়ে নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালন করে আসছি। সীমিত সম্পদ এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আন্তরিকতার সাথে আমাদের সাধ্যমত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সকল কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে অসমাপ্ত কাজ আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমাদের অবশিষ্ট দায়িত্ব পালনের সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের চেষ্টা করব ইন্‌শাল্লাহ।

সিটি কর্পোরেশন ঘোষণার পর এ পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে মোট ১৪ কোটি টাকা সহায়তা পাওয়া গেছে। বিএমডিএফ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ এবং অনুদান বাবদ ১১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।এ টাকাসহ নিজস্ব আয় ও আমার প্রিয় নগরবাসীর পরিশোধিত করের অর্থ দ্বারা এই পর্যন্ত ১১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় ২৫২টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে আজ পর্যন্ত ১৩৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১১৩টি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

দায়িত্ব গ্রহণের দিন সিটি কর্পেরেশনের তহবিলের স্থিতি ছিল ২৯,৩৯,৭৫,২২৮.০০ টাকা। ৩১ অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায় করা হয়েছে ৩১,২০,০৫,২৩২/- টাকা । এ সময়ে রাজস্ব তহবিল এবং সরকারি অনুদান থেকে মোট ৩৮,০৬,৪৪,৩৯৮/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্বচ্ছতার সাথে কর আদায়ের জন্য টেক্স অটোমেশন করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের ৯টি ওয়ার্ডের হোল্ডিং কর সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে। সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলেও ব্যাংকের ম্যাধমে কর আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি অচিরেই সিটি কর্পোরেশনের সকল হোল্ডিং মালিক অন-লাইনে তাদের কর পরিশোধ করতে পারবেন। সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি অনুদান, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ এবং বৈদেশিক অর্থের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩০৭ টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান আছে। নবগঠিত সিটি কর্পোরেশনের জনবল কাঠামো এখনও সরকার কর্তৃক চুড়ান্ত না হওয়ায় সীমিত জনবল দ্বারা কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না বলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পৌরসভাকালীন সময়ে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় মোট ১৪৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ এ বছরের বাজেট উপস্থাপনের সময় আপনাদেরকে অবহিত করেছি। সিদ্ধিরগঞ্জ এবং কদমরসুল পৌরসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় সেখানে দীর্ঘদিন পরিকল্পিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। এজন্য এ'দুটি এলাকা নারায়ণগঞ্জের তুলনায় অনুন্নত। তাই নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের তুলনায় এ দুটি অঞ্চলের উন্নয়নে বেশি নজর দেয়া হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জের জন্য ১৬ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত পৌরসভার আমলে গৃহীত ৬৫ টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সিটি কর্পোরেশনের আমলে বাস্তবায়ন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প সমূহের বিপরীতে ১০ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা নবগঠিত সিটি কর্পোরেশন থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনের এক বৎসরে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে মোট ২৮ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৩২ টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

একইভাবে কদমরসুল অঞ্চলে ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৬২ টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ১৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ১ বৎসরে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে মার্কেট ও ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ৩৭ কোটি ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০৩ টাকার প্রকল্প চলমান আছে। যা বাস্তবায়িত হলে সিটি কর্পোরেশনের আরো রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

সম্মানিত সুধী ,

সিটি কর্পোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স। বিগত সময়ে সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল পৌরসভায় হোল্ডিং ট্যাক্স যথাযথভাবে ধার্য ও আদায় হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছিল এবং আবার অনেক ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ না করে কর মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের কর আদায়, কর ধার্য ও হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম রয়েছে। পৌরসভার শুরু থেকে কোন ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করা হয়নি বিধায় বিভিন্ন উৎস থেকে আদায়কৃত অর্থ পৌরসভার তহবিলে জমা হয়েছে কিনা - ক্যাশ বহি সংরক্ষণ না থাকায় তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইজারার ৫,৩১,৮৮৫/- টাকা আজ পর্যন্ত আদায় হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের রশিদ বহিও যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়নি। রশিদের স্টক বহি যাচাইয়ান্তে ব্যবহৃত ২০টি রশিদ বহি খুজে পাওয়া যায়নি। উক্ত রশিদ সমূহে কত টাকা আদায় হয়েছে তারও কোন হিসাব নেই। অনেক ক্ষেত্রে রশিদের আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়নি। যার পরিমাণ প্রায় ১৮,১২,৬৫৪/-টাকা। এমনকি সরকারি ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২১,০৬,০৬১/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। এই আর্থিক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মাঝে আমরা নির্বাচিত হওয়ার পর দায়িত্ব পেয়েছি। এই আর্থিক বিশৃঙ্খলা নিরসনের ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ঐ অঞ্চলে ট্যাক্স বিল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিষদ সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বভার গ্রহণের পর অতি অল্প সময়ে এই দু'টি অঞ্চলের কর ধার্য করার এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলের প্রতিটি হোল্ডিং সরেজমিনে পরিমাপ করে সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিকাংশ নাগরিক ধার্য্যকৃত কর পরিশোধ করছেন। তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা যাতে সচল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছে উন্নয়ন সহায়তা চেয়ে প্রকল্প প্রেরণ করা হয়েছে। **ইতোমধ্যে সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৫০.৪৩ কোটি টাকার ৪টি ডিপিপি অনুমোদনের**

অপেক্ষায় রয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। ৯৩৩ কোটি টাকার পিডিপিপি (প্রাইমারী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল) তৈরী করে বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট থেকে আর্থিক সহায়তার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করছি ডিপিপি প্রেরিত প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কাজ আগামী অর্থ বছরে শুরু হবে।

গত বছর বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে BMDF প্রকল্পের ১১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ADB সাহায্যপুষ্ট CRDP প্রকল্পে ১৭ কোটি টাকা, UPESHDP প্রকল্পে ২৪ কোটি টাকা, জলবায়ু ফান্ডের CDM প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ১৩ কোটি টাকা এবং GIZ থেকে তথ্য-প্রযুক্তি প্রকল্পে ৩০ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় হতদরিদ্রদের জন্য পুষ্টি ও শিক্ষা সহায়তা বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কোয়ার এর মাধ্যমে তিনটি অঞ্চলে **তিনটি নগর হাসপাতাল এবং একটি মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র** চালু করা হচ্ছে। এই চারটি হাসপাতালের ভবন নির্মাণের পূর্বেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভাড়া বাড়ীতে হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

১১ নভেম্বর এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে বিলুপ্ত পৌরসভা আমলের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এডিবি’র নিকট শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা চাওয়া হয়েছে। **আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যে সরকার এলজিইডি’র মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে।**

১৫ নভেম্বর, ২০১২ জাপান ভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা জাইকা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করেছে। এই সংস্থাটি সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সিটি গভরনেন্স প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কাজ শুরু করেছে। এছাড়া জাইকা প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ভিজিট করেছে। তারা আমাদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতের জন্য T/A প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছে ।

সিটি কর্পোরেশনের ৩টি অঞ্চলে অন-লাইনে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জলাতংক রোগ প্রতিরোধে এলাকার সকল কুকুরকে জলাতংক টিকা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশক নিধনের কার্যক্রম চলছে। মশক নিধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এখনও পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেনি এজন্য নগরবাসীর সহায়তা প্রয়োজন। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধ না করলে পুরোপুরি মশক নিধন এবং শহর পরিস্কার রাখা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে ময়লা আর্বজনা ফেলার জন্য ১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবহান ক্রয় করা হবে। আশা করছি অচিরেই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

বিলুপ্ত ৩টি পৌরসভার ২টিতে দীর্ঘদিন প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধি না থাকায় সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন অনেক ভূমি অবৈধ দখলে চলে গেছে। অবৈধ ভূমি উদ্ধারের জন্য সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী রাস্তা প্রশস্থকরণের লক্ষ্যে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধ দখলে থাকা ভূমি উদ্ধারে নিয়মিত কার্যক্রম চলছে। যে সকল নাগরিক রাস্তা প্রশস্থকরণের লক্ষ্যে তাদের ভূমি ছেড়ে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন নগরবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নগরী। সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০ সালে সরকার কর্তৃক প্রণীত ড্যাপ (Detailed Area Plan) এর আলোকে ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিক নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ২০০৪ সাল হতে ইমারত নকশার অনুমোদন দেয়া হচ্ছে যা অব্যাহত রয়েছে। আগামী ১জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ হতে সর্বশেষ প্রণীত ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে অনুমোদন দেওয়া হবে।

নগরীর পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও বাসযোগ্য বসতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাল, জলাশয়, পুকুর সংরক্ষণ ও সংস্কার করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ নগরীর প্রাণ শীতলক্ষ্যা নদীর দু'ধারে Walkway নির্মাণ ও Landscaping করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

নগরীর ঐতিহ্য (Heritage) সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে Heritage Park নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরীকে পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধ পরিকর। গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নগরীর ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দৃষ্টিনন্দন হবে এবং নগরবাসীর আশা-আখাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে।

প্রিয় নগরবাসী,

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অব্যবহৃত ভূমি সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। **১৮নং ওয়ার্ডের সরকারী খাস ও অর্পিত সম্পত্তির ভূমিতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের** জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে** অনুরোধ করা হয়েছে। **১২নং ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।** সিটি কর্পোরেশনের ডাক্তারের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে পরামর্শ করে এ জায়গায় ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

খেলাধুলার মান উন্নয়নে ১৮নং ওয়ার্ডে গোগনগরে আলী আহাম্মদ চুনকা সিটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। মহিলাদের ক্রিড়া উন্নয়নে প্রতিমাসে প্রমিলা ফুটবল একাডেমীকে ৫০০০.০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পিপিপি এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন পঞ্চবটিতে নিজস্ব ভূমিতে পার্ক নির্মাণের কাজ করছে। আশা করি এ বৎসরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। **১৮ নং ওয়ার্ডে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্বরূপ ৭১ এর দেয়াল ও জাতীয় চার নেতার ভাস্কর্য্য নির্মাণ করা হয়েছে।**

সিটি কর্পোরেশনের নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের **১৬নং ওয়ার্ডের রেলওয়ের পরিত্যক্ত জলাভূমি সংস্কার ও চারপাশ বাধাই করে সবুজায়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সোনাকান্দায় ইকো-পার্ক নির্মাণ করা হবে** । সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পুকুর ও খালসমূহ খননের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চাষাড়া ডাক বাংলো থেকে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত যানজট নিরসন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে ঐ এলাকায় ফুটপাত এবং সবুজায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

ইতোমধ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল সার্ভিসে আমার অনুরোধে মহিলাদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ দুই লেন বিশিষ্ট ট্রেন লাইন চালু করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত **MRT** সার্ভিস চালু করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ,সিদ্ধিরগঞ্জ এবং কদম রসুল অঞ্চলে পবিত্র ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা উলক্ষ্যে ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। শারদীয় দূর্গা পূজার সময় নারায়ণগঞ্জ,সিদ্ধিরগঞ্জ এবং কদম রসুল অঞ্চলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাস্তা সংস্কার এবং বিসর্জনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। বড় দিন উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোক সজ্জা করা হচ্ছে। জাতীয় দিবসসমুহ যথাযথভাবে উদযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মহান শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১,৩০,০০০ ছাত্র/ছাত্রীর অংশ গ্রহণে সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রিয় নগরবাসী,

অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নগর অঞ্চলের দারিদ্র দুরিকরণের জন্য ইতোপূর্বে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় UPPR ও UGIIP প্রকল্পের মাধ্যমে বস্তিসমূহে দরিদ্র, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের আওতায় কাজ করা হয়েছে। বসতি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫২৫ টাকার কাজ করা হয়েছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৬০২ টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৪৩২৫ জনের মধ্যে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৪০ টাকা ঋন বিতরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০২টি সঞ্চয়ী দলের ৯২০১ জন সদস্যের মোট সঞ্চয় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে সিডিসি সমূহে উক্ত বিতরণকৃত ঋণ থেকে প্রায় ৫২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ আদায় করেছে। এই কার্যক্রম বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের অন্য দু'টি অঞ্চল সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদম রসুল এলাকায় সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সিডিসি পর্যায়ে ঋণ বিতরণের নিমিত্ত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্রঋণ খাতে ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা অবগত আছেন যে, সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকারের একটি জনকল্যাণমূখী এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় পর্যায়ে গৃহিত রাজস্ব যেমনঃ পৌর কর, ফিস, ইজারা, অন্যান্য আয় ও সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থের দ্বারা উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারী অনুদান চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প হতে অনুদান পেতে হলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার সন্তোষজনক হতে হবে। অর্থাৎ দাবীকৃত করের ৮০% আদায় নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নগরবাসী অনেক সম্মানিত করদাতা ঠিকমত তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ না করায় কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে সিটি কর্পোরেশন তথা নগরবাসী সরকারী অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ার

আশংকা আছে। হোল্ডিং ট্যাক্স ও অন্যান্য কর পরিশোধে সর্বদা নগরবাসীকে বছরের শুরু হতে নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি এবং মাইকিং এর মাধ্যমে সচেতন করে আসছি। তবুও লক্ষ্য করা যায় আর্থিক বছরের শেষে অধিকাংশ হোল্ডিং এর ট্যাক্স বকেয়া থেকে যায়, এ খাতে আদায়কৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশনের নগরবাসীর কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হবে। তাই আমি উপস্থিত সকলের মাধ্যমে জনসাধারণকে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় নগরবাসী,

সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান পরিষদ কর্তৃক নগরবাসীর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করাসহ সেবা প্রদানের জন্য **নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।**

(১) জনসেবা নিশ্চিতের জন্য তিনটি অঞ্চলে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে;

(২) সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি শাখা কম্পিউটারাইজ করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

(৩) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজ মনিটরিংসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান সিসিটিভি ক্যামেরার পরিধি আরো বৃদ্ধি করা হবে;

(৪) কর আদায় সচ্ছতার লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল প্রদান করা হচ্ছে এবং ট্যাক্স অটোমেশন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। অচিরেই অনলাইনের মাধ্যমে নগরবাসী কর পরিশোধ করতে পারবে;

(৫)সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.ncc.org.bd) চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন;

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা নিশ্চয় জেনে খুশী হবেন যে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার **ভবিষ্যত পরিকল্পনা** গ্রহণ করেছে।

(১) পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী মাস্টার প্লান তৈরী করা হচ্ছে । যার খসড়া আজ আপনাদের সামনে পেশ করা হবে ।

(২) আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৫ তলা বিশিষ্ট নগর ভবন নির্মাণ করা হবে।

(৩) মহিম গাঙ্গুলী রোডস্থ ৯ তলা বিশিষ্ট সিটি পদ্ম প্লাজা-০৩ বাণিজ্যিক কাম এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৪) চাষাড়া বাগে জান্নাত মসজিদ নির্মাণ এবং ২০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৫) মাসদাইর কবরস্থান মসজিদ নির্মাণ; [চলমান]

(৬) ৭০০ বৎসরের ঐতিহ্যবাহী কদমরসুল দরগার সংস্কার; [চলমান]

(৭) বঙ্গবন্ধু রোডস্থ আলী আহাম্মদ চুনকা পাঠাগার সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের ভূমিতে প্রস্তাবিত ১২ তলা বিশিষ্ট দোয়েল প্লাজা-০১ বাণিজ্যিক কাম এপার্টমেন্ট নির্মাণ; [চলমান]

(৮) বাপ্পি স্মৃতি সংসদ সংলগ্ন ক্লাষ্টার সেন্টার ও মার্কেট কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(১০) শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা বরাবর ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সবুজায়ন; [মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন]

(১১) নিতাইগঞ্জ হতে হাটখোলা (সিটি কর্পোরেশন সীমানায়) রোড নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(১২) সিটি কর্পোরেশনের সকল পুকুর ও খাল পুনঃখনন এবং ল্যান্ড স্কেপিং করণসহ সৌন্দর্য বর্ধন;

(১৩) সিটি কর্পোরেশনের সকল শাখার ফি ও আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা; [প্রক্রিয়াধীন]

(১৪) ট্রেড লাইসেন্স, এসেসমেন্ট, জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন ও সনদ অন-লাইনে কার্যক্রম গ্রহণ ; [চলমান]

(১৫) LAN (Local Area Network) এর আওতায় সকল বিভাগের মধ্যে কার্যক্রম সমন্বয় ও বাস্তবায়ন;

(১৬) ১৮নং ওয়ার্ডে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) ভিত্তিতে আধুনিক বিদ্যালয় নির্মাণ;

(১৭) আধুনিক মানের স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

(১৮) শহরের যানজট নিরসনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে শহরের বাহিরে বাস টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

(১৯) বর্জ্য নিস্পত্তি, প্রক্রিয়াজাত এবং এ ব্যাপারে উন্নয়ণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য ১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে;

(২০) সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণের জন্য ২৫০.৪৬ কোটি টাকার DPP প্রনয়ণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ DPP টি অনুমোদন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করেছে ।

(২১) সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে অচিরেই উন্নত পয়:নিস্কাশন সেবা চালু করা হবে ।

(২২) পর্যায়ক্রমে সকল ওয়ার্ডে স্ট্রীট লাইট লাগানো হবে।

(২৩) কবরস্থান শ্মশানের উন্নয়ন করা হবে।

(২৪) সিদ্ধিরগঞ্জে আঞ্চলিক ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(২৫) কদমরসুল আঞ্চলিক ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ; [চলমান]

(২৬) সিদ্ধিরগঞ্জে নিজস্ব ভূমিতে ৯ তলা বিশিষ্ট কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (চলমান)।

(২৭) ১৮নং ওয়ার্ডে শীতলক্ষ্যা খাল খনন ও এর তীর ঘেষে রাস্তা নির্মাণ;

(২৮) পঞ্চবটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পোস্ট ফার্টিলাইজার প্লান্ট নির্মাণ; [চলমান]

(২৯) মদনগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড থেকে নবীগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত ১০০ ফুট প্রশস্থ রাস্তা নির্মাণ; [চলমান]

(৩০) শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (৫নং ঘাট হতে ইস্পাহানী ঘাট); [মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন]

(৩১) ২২ নং ওয়ার্ডে ঐতিহ্যবাহী সিরাজদ্দৌল্লাহ মাঠ, বধ্যভূমি এবং শহীদ মিনার সংস্কার;

(৩২) খেলাধুলার মান উন্নয়ণে পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে;

(৩৩) সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের ডিএনডি এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

(৩৪) ওয়াসাকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে এনে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে;

(৩৫) যানজট নিরসনের লক্ষ্যে সিটি সার্ভিস চালু করা হবে।

(৩৬) সিদ্ধিরগঞ্জ লেক পুনঃ খনন করে সৌন্দর্য্যবর্ধন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে;

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নারায়ণগঞ্জ শহরকে একটি দরিদ্রমুক্ত আধুনিক পরিকল্পিত পরিবেশ বান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। গত ১ ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সীমিত সম্পদ, অপর্যাপ্ত জনবল এবং অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিগত ১ বছরে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

আমার প্রিয় নগরবাসী, সরকার, সিটি কর্পোরেশন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ অংশগ্রহণে এ অভীষ্ঠ লক্ষে পৌছানোর জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ এবং কর্মকর্তা /কর্মচারীদের সহযোগিতায় অশা করছি আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো। আজকের অনুষ্ঠান অয়োজনে যারা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদেরেকে,আমার প্রিয় সাংবাদিক ভাইদেরকে ,সকল সূধীজন ,আমার রাজনৈতিক সহকর্মী ,গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সর্বস্তরের নগরবাসীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে এখানে শেষ করছি।আসুন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে সকলে মিলে কাজ করি ।